শান্তনু ঘোষ (১৯৪৬-)

১.

মহেঞ্জোদারো থেকে রূপকথার থেকে মহেঞ্জোদারো
দর্পণ আমার চুল দেখে না, দাড়ি কাটে না ক্ষুরের শব্দ
এমন আমার বিষাদ মুখ বিকালবেলায় সন্ধ্যা-হাওয়া
আসবে না কেউ, নীরব এখন, সময় দেবে কোন ঘড়িটা
ঘড়ির মতন শব্দবিহীন এই পৃথিবী কারো হবে না
কারো হবে না কারো হবে না কারো হবে না কারো হবে না
সকালবেলায় হাওয়া ছিল রোদ্দুর ছিল মিছিল ঘুর্ণি
গতজন্মের প্রিয় কথা মনের মধ্যে ভাবনা গড়ত
পরীর কথা রাজার কথা পক্ষীপালক রাজার কথা
মনের মধ্যে ভাবনা গড়ত ভাবনা গড়ত ভাবনা গড়ত
কেউ আসে না পরী এখন পরিমল যে গন্ধবিহীন

কম্পোজিশন ১১৭

কেমন মায়াসভ্যতার ধ্বংসের মতন বিশালভাবে তুমি শুয়ে আছ
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় তোমার ঠোঁটে ভেজা কাম
ভোরের আকাশবাণী ছুঁয়ে যায় তোমার মাথার বিদ্যুৎ
আর পাইন গাছের মতন সরলরেখায় তুমি শুয়ে থাক
আহারে আমি বুঝি তোমার দুঃখ বুঝি না
কোথাও বুঝি ভূমিকম্প হওয়ার কথা ছিল
সিসমোগ্রাফে কোনোই নির্দেশ নাই, তাই বুঝি তোমার দুঃখ
চুরমার ধ্বংসের মতন ঝড় এসে নিয়ে যাক তোমার
ছবির মতন ঘর-বাড়ি
কেউ তো নিল না, তাই বুঝি তোমার দুঃখ
নাকি বেড়াল ঘরেতে এল, খেতে গেছে কাস্টার্ড পুডিং
আর-একটু পেয়ালায় তুলে রাখা সর
অথবা রেডিও মুগ্ধ করেছে কোনো গান
ভালোবাসার চিঠিগুলি অথবা কি উড়েছে হাওয়ায়
আহারে আমি বুঝি তোমার দুঃখ বুঝি না
নাও বাব্বা, চব্বিশ পাতা টেনিসি উইলিয়ামস পড়ে এত দুঃখ
ঠিক আছে, আমি দেখছি, ওঠোরে সখি ওঠো ওঠো
দেখ বাইরে দে, না না বৃষ্টি নয়
বাথরুমে কলের জলের শব্দে শোন ভোর এসে গেল
বাঁধাকপি হাতে কেমন রুমাল চলেছে চলেছে দেখ পুরুষের হাতে
রিক্সাওলার হুস হুস কেরোসিন বাতি নিভে গেছে
দেখরে সখি, পুষ্করিণীর শিবির থেকে কেমন ওই
মাছের উত্থান
তাহারা কি কেউ কোনোদিন টেনিসি উইলিয়ামস পড়েছিল
এই তো ভালো সখি, আর-একটু পাশ ফেরো
আর-একটু পাশ
এই দুঃখ বিলাস,এই টেনিসি উইলিয়াম সবই
দুপুর বারোটার পর ভালো মানায়
আর-একটু পাশ আর-একটু পাশ
তোমার ওই ২½ খোলা বুক, বুক না বাঁধাকপি
সখিরে, এবার বলো না রে তোমার কিসের দুঃখ

দর্পণ

ভুবন পাহাড়ে খুব বৃষ্টি হবে আগামী বর্ষায়
শিলচরের কাছে দূরে গ্রামগুলি ভরে উঠবে সোনালী ফসলে
বরাকনদীতে খুব মাছ হবে, সস্তা মাছে ভরে উঠবে ফাট বাজার
চৈত্রের কাপাসতুলো ভাসবে হাওয়ায় খুব সুখে; এ বছরে
বন্ধ্যা নারী হবে পুত্রপ্রসবিনী।

মাছের আড়তে মাছ, গোলাভর্তি ধান
হাসপাতালে হৃদরোগী পাশ ফিরে শোয়
ভুবন পাহাড়ে বৃষ্টি, অগাধ সবুজ
হঠাৎ-সন্ন্যাসী এসে স্তোকবাক্যে তোমাকে ভোলায়

আমাদের দৃষ্টি-বিনিময় হল শিলচর শহরে।